



লারেডো কিড

গোলাম মাওলা নঈম

'ডুয়েলটা দেখেছ নাকি?' নাচ শেষে আমার কাছে এল ট্যাপ, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করল না ও।

'ঠিক পরিণতিই হয়েছে লোকটার। কিন্তু কাজটা করল কে! ওরকম

শুটিং বোধহয় শুধু ওয়েস হারডিন বা লারেডো কিডের পক্ষেই সম্ভব। শুনেছ কিছু?'

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরপরই সাউথ ফর্কে পৌছলাম আমরা। আসার পথে ট্রেইলের আশপাশ থেকে প্রায় শ'খানেক গরু জড়ো করেছি। প্রতি বছর বসন্তের শেষদিকে এই ট্রেইল ধরে ক্যান্সাসে গরু নিয়ে যায় টেক্সাসের ব্যাংগাররা, কোন না কোন সময় মূল পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ওগুলো। বহুদিন ধরে পাহাড়সারির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্বাধীনভাবে, ওগুলোকে রাউন্ড-আপ করা সত্যিই ঝামেলার কাজ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশুগুলোর গায়ে মার্কী লাগিয়ে পশ্চিমে নিয়ে এসেছি আমরা।

বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে-মুছে যাওয়ায় চকচক করছে তৃণভূমির সবুজ ঘাসের গালিচা। গন্তব্যে পৌছতে পেরে আমরা যতটা না সন্তুষ্ট হয়েছি, সতেজ ঘাস পেয়ে গরুগুলোকে তারচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট মনে হলো। ওগুলোর ভাব-চক্রে মনে হলো চেনা জায়গায়, বাড়িতে পৌছে গেছে। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। উত্তর আর পূবে পাহাড়ের সারি, মাঝখানে কয়েকশো একর তৃণভূমি। ত্রিভুজাকৃতি জায়গাটার কোণ তৈরি হয়েছে দুই পাহাড়সারির সঙ্গমস্থলে, একটা ক্রিক আছে ওখানে। খরার মরসুমেও পানির অভাব হবে না। ক্রিকের পাড়ে নিজেদের বাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা-পাহাড়ের কোলে এবং নিচের তৃণভূমি থেকে কিছুটা উঠতে। আশপাশে প্রচুর সিডার, অ্যাসপেন আর পাইনের সারি। ছায়ার পাশাপাশি

প্রয়োজনীয় জ্বালানিও পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে জায়গাটা ছোটখাট বাথান তৈরির জন্যে অতুলনীয়-তিন দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা, প্রকৃতিই প্রতিরক্ষার দেয়াল তৈরি করেছে।

প্রথম দুই সপ্তাহে কেবিন তৈরির কাজে দিনের চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করলাম আমরা। চারপাশের জঞ্জাল সরিয়ে একটা স্ট্যাবল, পোল করাল আর স্মোকহাউসও দাঁড় করিয়ে ফেললাম। সাথে পর্যাপ্ত সাপ্রাই নিয়ে এসেছি, তাছাড়া এ ক'দিনে শিকারও মিলছে বেশ। কেবিন তৈরি শেষ হতে হতে দেখা গেল জায়গাটার সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে গরুগুলো, সতেজ ঘাস আর পর্যাপ্ত পানির কারণে বেশ দৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

প্রায় ছয় মাস একসঙ্গে রাইড করছি আমরা। পার্টনার হিসেবে কাউকে জানার জন্যে সময়টা হয়তো যথেষ্ট নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে না আমাদের, অন্তত আমার হয়নি। ট্যাপ হেনরি ত্রিশ পেরিয়েছে মাত্র, আর সাউথ ফর্কে আসার দিন বাইশে পা রেখেছি আমি। ক্যান্সাসগামী ক্যাটল ড্রাইভের সময় দেখা ওর সাথে। ড্রাইভ শেষে টেক্সাসে আর ফিরে যাইনি কেউই, এখানেই নিজেদের ভাগ্য যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাথে খুব বেশি টাকা ছিল না, সব মিলিয়ে হয়তো একশো ডলার হবে। দল-ছুট গরু জোগাড় করে বাথান করার প্রস্তাবটা অবশ্য ট্যাপের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। মূলধন ছাড়া ভাগ্যান্বয়নের চেঁচাটা শুরুতে

হাস্যকর মনে হলেও এখন বরং উপভোগ্য মনে হচ্ছে। উঁহু, মূলধন ছিল না বললে বোধহয় কুল হবে-পরিশ্রম আর অফুরন্ত প্রেরণা ছিল আমাদের সঙ্গে।

ট্যাপ হেনরি কি ধরনের লোক, একসঙ্গে তিনটা দিন কাটানোর আগেই বুঝেছি আমি। ড্রাইভের শেষদিকে, তাঁওতা দিয়ে কিছু গরু আদায় করার জন্যে এসেছিল খান্দাবাজ দু'জন রাইডার, কিছু কাগজপত্র দেখিয়েছিল ওরা। কিন্তু আমার বা ট্যাপ, কারও কাছেই সুবিধের মনে হয়নি ওগুলোকে। ক্যান্সাসের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম আমরা তখন এবং পালের সঙ্গে ট্রেইল বসও ছিল না, কিন্তু তার পরোয়া করেনি ট্যাপ। স্রেফ ওদেরকে কেটে পড়তে বলে সে। মিনিট দুই তর্ক করেছিল লোক দু'জন, খেপে গিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় একজন। ট্রেইলের ওখানেই লোকটাকে কবর দিয়েছি আমরা।

ট্যাপের ধাতই এমন, বেপরোয়া লোককে উক্কে দিতে ওস্তাদ ও। ঝামেলার সম্ভাবনা দেখা দিলে গুরুর জন্যে অপেক্ষা করে না, কিংবা পাশ কাটিয়েও যায় না। স্রেফ নিজেকে তার মধ্যে নিয়ে যায় ও, সতর্ক না ওটা আসে কিংবা বিদায় হয়। দেখে অবশ্য এতটা ভয়ঙ্কর মনে হয় না ওকে। মাঝারি উচ্চতা ওর, বলিষ্ঠ শরীর। নির্লিপ্ত মুখ আর চোখের পাশে কিছুটা কাঠিন্যও হয়তো কারও কারও চোখে পড়বে, কিন্তু এমনিতে নিতান্তই নিরীহ মানুষ মনে হবে ওকে।

টেক্সাসের বিগ বেভে জন্ম হলেও দক্ষিণে সীমান্তের কাছাকাছি জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে আমার। ক্যান্সাসে গরু চালান দিয়ে ফেরার পথে এক রাতে ক্যাম্পে কফি পান করছিলাম আমরা, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। "রাই," আমাকে বলেছিল ও। "আমরাও তো এরকম একটা ড্রাইভে যেতে পারি! এই ট্রেইলে যাওয়া প্রতিটি আউটারফটই কিছু না কিছু গরু হারিয়েছে। ওগুলোকে রাউন্ড-আপ করতে পারলে এভাবে ড্রিফটার হয়ে থাকতে হবে না আর।"

"সত্যিই কি অত গরু আছে?"

"কয়েকশো তো হবেই। আসল কাজ

হচ্ছে ওগুলোকে জড়ো করা। কাজটা কঠিন হবে।"

"পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই আমার। একটা দারুণ জায়গার কথা জানি-ভাল ঘাস, প্রচুর পানি আর শিকার মিলবে ওখানে, তারপর ওকে এ জায়গার কথা বলেছিলাম। শুনে পছন্দ হলো ওর। এরকম বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা পছন্দ করার অন্য কোন কারণ ওর থাকলেও জানা নেই আমার। কিন্তু আমার বেলায় যথেষ্ট কারণ আছে, এও জানতাম এখানে এলে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।

পরস্পরকে ভাল করে জানা ছাড়াও পাশাপাশি অনেকদিন কাজ করতে পারে দু'জন লোক, ট্যাপ আর আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কয়েকবার কোমাঞ্চি আর সিয়াল্লদের বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা। একসঙ্গে কাজ করেছি, দু'জনেই টপ হ্যান্ড এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মত লোক নই আমরা। পরস্পরের প্রতি এক ধরনের নীরব সম্মতি বোধ করেছি, যদিও আমাদেরকে দেখে কেউই বলতে পারবে না আদৌ একজন আরেকজনকে পছন্দ করি কি-না।

সাঁউথ ফর্কে আসার পর একমাস পেরুনোর আগেই জিম লুকাসের দেখা পেয়ে গেলাম। তাকে আশা করছিলাম, কারণ গত কয়েকদিনে বার-এলের প্রচুর গরু চোখে পড়েছে আমাদের জমিতে, এবং তার কিছু প্রথম দিকে নিজেদের এলাকা থেকে সরিয়েও দিয়েছিলাম। হয়তো ঝামেলা করতে আসেনি সে আজ, কারণ সাথে দেখলাম তার মেয়ে আছে। আর আছে লাল-চুলো এক কাউহ্যান্ড। লোকটার রোদে পোড়া মুখ, দৃঢ় চোয়াল আর ধূসর চোখের শীতল দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে আসেনি সে। পাখারের উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল মনোযোগ কেড়ে নিল আমার।

জিম লুকাস মাঝারি সাইজের মানুষ, কিন্তু ভাবভঙ্গিতে মনে হবে নিজেকে এক টনেরও বেশি ওজনদার মনে করে সে। স্থির হয়ে স্যাডলে বসে আছে, এমনভাবে চারপাশে দৃষ্টি চালান যেন দারুণ খেপে আছে। বেটি লুকাস এই বসন্তে আঠারোয় পড়েছে। শ্রিম, কিন্তু পূর্ণ

ঘুবতী বলা যাবে ওকে। রোদপোড়া কোমল ত্বক, সোনালি চুলে রোদের আলো ঝিকমিক খেলছে সারাক্ষণই। পুরুট্ট লোভনীয় ঠোঁট, নীল চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি। ঘরে তৈরি জিন্স আর ছেলেদের শার্ট পরনে ওর, কিন্তু কোন ছেলেকেই বোধহয় ওই শার্ট পরলে এতটা পরিপূর্ণ হ'লগে না।

কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে, রেডের চোখের সন্দিক্ধ দৃষ্টি থেকে চোখ সরাতে পারলাম না আমি। নিজের ঘোড়াকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল সে, ঝামেলা করার জন্যে তৈরি।

'হাউডি!' ক্রিকের একটা নালায় বাঁধ তৈরি করছিলাম আমি, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। 'দূরে কোথাও যাচ্ছে?'

'ওটা আমারও প্রশ্ন।' শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল জিম লুকাস। আমাকে হয়তো ওর বিপরীতে একটা স্প্রাউটের মত ছোট লাগছে, যদিও প্রায় ছ'ফুট উচ্চতা আমার, ছিপছিপে শরীর এবং কোঁকড়ানো চুলের জন্যে কিছুটা কমবয়েসীই মনে হতে পারে। 'বার-এল আমার আউটফিট এবং এই জায়গা আমার রেঞ্জের অংশ।'

করাল থেকে বেরিয়ে এল ট্যাপ হেনরি। জিম লুকাসের ওপর থেকে সরে গিয়ে রেডের ওপর চলে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর ফিরে এল বার-এল মালিকের ওপর। একপাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ট্যাপের উরুতে একটা কোন্ট শোভা পাচ্ছে, কিন্তু আমারটা ওয়েস্টবেন্ডে গোঁজা। 'রাইড করছি না আমরা,' নিস্পৃহ সুরে বলল ট্যাপ। 'এখানেই থাকছি। এই ক্রিক থেকে পিউলডো পর্যন্ত পুরো জমি ক্রেইম করেছি।'

'দুঃখিত, বয়োজ'-লুকাসকে এখন পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলেও কিছুটা শীতল শোনাল কণ্ঠ। 'এটা আমার রেঞ্জ এবং তোমাদেরকে এর কোন অংশ ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা নেই আমার। তাছাড়া'-ট্যাপ হেনরির ওপর থেকে ডুলেও চোখ সরাল না সে। 'তোমাদের ব্র্যান্ড দেখেছি আমি, পুরানো মার্কার ওপর নতুন মার্কী লাগানো হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় সবগুলো গরুর ক্ষেত্রেই তাই করা হয়েছে।'

'কোনটার মধ্যে তোমার মার্কী পেয়েছ?' নির্লিপ্ত সুরে জানতে চাইল ট্যাপ। ওর সম্পর্কে জানি বলে একইসঙ্গে উদ্ভিগ্ন ও বিস্মিত হলাম-খুব বেশি স্পর্শকাতর সে। ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি, এই একমাত্র ফাইট যেটাকে নিজের ঘাড়ে নিতে চাচ্ছে না ও। অস্বস্তি লাগলেও বরং খুশিই হলাম আমি।

'না, দেখিনি,' স্বীকার করল লুকাস। 'কিন্তু কিছু আসে-যায় না তাতে। অন্যের মার্কীর ওপর যারা মার্কী বসায়, তাদেরকে পছন্দ করি না আমরা।'

'বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছে তুমি?' এখনও শান্ত ট্যাপ হেনরির স্বর, কিন্তু তারপরও প্রচ্ছন্ন হমকির সুর রয়েছে ওর কণ্ঠে। জিম লুকাস যেন হঠাৎ করেই সচেতন হলো মেয়ে রয়েছে পাশে; এবং এই প্রথমবারের মত মনে হলো, উপলব্ধি করতে পারছে একটু ভিন্ন ধরনের মানুষের মুখোমুখি হয়েছে। 'বিশেষ কিছু নয়,' সতর্ক কণ্ঠে উত্তর দিল সে। 'এই রেঞ্জে বেবেয়ালী কোন আউটফিটের উপস্থিতি পছন্দ করি না আমরা এবং ছোট কোন আউটফিট এভাবে গুরু করুক তাও চাই না।'

যথেষ্ট ধৈর্য দেখাচ্ছে ট্যাপ, ও যে স্বভাবের মানুষ তাতে বলতেই হয়, এতটা আমিও আশা করিনি। 'ওই গরুগুলো রাউন্ড-আপ করেছি আমরা,' শান্ত স্বরে ব্যাখ্যা দিল ও। 'ক্যাপাসে চালান দেয়া গরুর পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর ট্রেইলের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওগুলো। টেক্সাসের বড়সড় তিনটা আউটফিটের কাছ থেকে এসব গরু জড়ো করার অনুমতি নিয়েছি আমরা, নিঃশর্তে আমাদেরকে এই গরুগুলোর মালিকানা দিয়েছে ওরা। সব গরু জড়ো করতে পারিনি এখনও, তবে এভাবেই স্টক বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে আমাদের।'

'হতে পারে। কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে বাথান করো তোমরা। এই রেঞ্জ আমার এখন থেকে চলে যাও।'

'হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জায়গার দখল নিয়েছ তুমি?' বলল ট্যাপ। 'এবং আমার ধারণা এই জমির ওপর আইনগত কোন অধিকার নেই তোমার। সরকার, জনসাধারণ

বা ওপরঅলার সাথে কোন ডীড করেছ তুমি? স্রেফ ক্রেইম করেছ। নিজের জন্যে যথেষ্ট পেয়েছ তুমি, এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারো, মি. লুকাস। এই রেঞ্জেরই থাকছি আমরা।

‘বস্,’ মুখ খুলল বেড। ‘এই ব্যাটাকে কোথায় যেন দেখেছি আমি।’

ট্যাপের মুখের অভিব্যক্তি-না পান্টালেও আমার মনে হলো ক্ষণিকের জন্যে কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল ওর রোদে পোড়া মুখ। উসখুশ করেছে বেটি লুকাস, বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে বাপকে বাধা দিতে চাইছে মেয়েটা। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওকে।

‘প্রতিবেশী হতে পারি আমরা,’ নির্লিপ্ত সুরে বলে গেল ট্যাপ। ‘নিজ্বেদের আউটফিট ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই আমাদের। ছোট হলেও একটা স্টক দাঁড় করিয়েছি আমরা এবং তা ধরেও রাখব।’

জিম লুকাস মুখ খোলার আগেই কথা বলল বেটি। আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ও। মনে হচ্ছে অন্যরা আমার কথা স্রেফ ভুলে বসে আছে। ‘শনিবার রাতে ভ্যান্টোনায় নাচের আসর বসছে,’ শান্ত স্বরে বলল বেটি। ‘তোমরা দু’জন আসছ তো?’

জুকুটি করল জিম লুকাস, অধৈর্যভাবে নড়েচড়ে বসল স্যাডলে। মুখ খুলতে যাচ্ছিল বোধহয়, আমার ওপর পড়ল তার দৃষ্টি, মনে হলো যেন এই প্রথম দেখতে পেয়েছে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার, কিন্তু চেপে গেল সে। যা বলতে চেয়েছিল বলা হলো না। কারণটা জানা নেই আমার, কিন্তু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে।

‘নিশ্চই,’ উত্তরে বেটিকে বললাম আমি। ‘খুশি হয়েই যাব। আমার পার্টনার যেমন বলেছে, সং এবং মিশুক প্রতিবেশী হতে চাই আমরা।’

নিজের ঘোড়া ঘুরাল লুকাস। ‘এ নিয়ে আবার কথা বলব আমরা। পরে বোলো না যে তোমাদেরকে সতর্ক করা হয়নি!’ বলার সমস্ত ট্যাপের দিকে তাকাল সে, তারপর বেটির পাশাপাশি ফিরতি পথে এগোল।

দাঁড়িয়ে আছে বেড, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে

ট্যাপকে। ‘কোথায় দেখা হয়েছে আমাদের, বোলো তো?’

‘কখনোই দেখা হয়নি আমাদের,’ সোজাসাপ্টা, কঠিন স্বরে বলল ট্যাপ। ‘মনে করতে না পারলেই ভাল করবে তুমি।’

ট্যাপকে এভাবে হমকি দিতে দেখিনি আমি। সাধারণত এই ঝামেলায় যাঃ না ও, স্রেফ উক্কে দেয় লোকটিকে।

কেবিনের দিকে এগোলাম আমরা। ‘কখনও সিক্স-গান বুলিয়েছ, রাই? হয়তো নিজ্বেদের জমির দখল রাখতে লড়তে হতে পারে আমাদের।’

‘যদি ওরকম সময় আসেই’-ধোয়ার জন্যে শার্ট খুলে ফেললাম আমি-‘চিন্তা কোরো না। একেবারে শেষ পর্যন্ত আমাকে পাশে পাবে।’

‘ওই মেয়েটা...’ হঠাৎ মস্তব্য করল ও। ‘অসাধারণ মেয়ে, তাই না?’

নিজের হৃদয়ে স্বরণ অনুভব করলাম আমি, কারণটা বোধগম্য হলো না।

শনিবার সকালেই নাচের আসরের জন্যে তৈরি হয়ে নিলাম আমরা। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, সকাল সকাল রওনা হওয়াই ভাল। সেরা কাপড়গুলো পরেছি আমি-কালো স্যুট, ধূসর উলের শার্ট আর কালো হ্যাট। ট্যাপকেও এখন রীতিমত উদ্রলোক মনে হচ্ছে। আমার ওপর চোখ পড়তে বিস্মিত দেখাল ওকে। ‘সত্যি সুন্দরন ছেলে তুমি, রাই,’ হেসে বলল ও। ‘শহরে লোক মনে হচ্ছে তোমাকে!’ কিন্তু বলার সময় কিছুটা কাঠিন্য দেখা গেল ওর চোখে, যেন অস্বস্তিকর কিছু ভাবছে। ‘সঙ্গে পিস্তল নিয়েছ তো? সাথে রাখলেই ভাল করবে।’

কোটের কিনারা সরিয়ে গুয়েস্টব্যাণ্ডে গৌজা পিস্তলটা দেখালাম ওকে। .88 রাশান কোস্টের শুধু বাঁটটাই দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে যথেষ্ট দ্রুত দ্রু করতে পারি আমি। আরেকটা পিস্তল আছে সঙ্গে-শোভার হোলস্টারে, কিন্তু সেটার কথা ওকে জানানোর কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। বেন থম্পসনের কাছ থেকে এই পদ্ধতিটা শিখেছি আমি। বেনের যদি চোখের পলকে দ্রু করতে অসুবিধে

হয়ে না থাকে, আমারও হবে না।

পঁচিশ মাইল দূরে ভ্যান্টানা, কিন্তু সময়মতই শৌছলাম আমরা। স্কুল-ঘরে নাচের আসর বসেছে, শহরের একেবারে শেষদিকে। লিভারি, স্ট্যাবলে ঘোড়া দুটোর জন্যে কর্নের ফরমাশ দিলাম আমি। অসন্তোষের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ট্যাপ। 'ওধু ওধুই টাকা খরচ, চাছাছোলা স্বরে মন্তব্য করল ও।

'হয়তো, কিন্তু ঘোড়াগুলোকে তাজা রাখারও দরকার আছে। ফেরার সময় লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, কে বলতে পারে হয়তো আমাদেরকে ছুটেতেও হতে পারে। ধীর গতির ঘোড়া সহ্য হয় না আমার।'

চোখের মত, নীল রঙের একটা গাউন পরেছে বেটি। ও ছাড়া আরও ছয়-সাতটি সুন্দরী মেয়ে আছে, কিন্তু ক্রেউই ওর ধারে-কাছে যেতে পারবে না। গভীর কালো চোখের মার্গারিটাকেই যা কিছুটা আকর্ষণীয় মনে হলো। দূর থেকে আমার দিকে তাকাল ও, স্রেফ এমনিতেই, কিন্তু তারপর স্থির দৃষ্টিতে দেখল।

সময় নষ্ট করেনি ট্যাপ, বেটির দিকে এগিয়ে গেছে ও। দূর থেকে চোখাচোখি হলো বেটির সাথে, কিন্তু ট্যাপ আগে গেছে ওর কাছে এবং ট্যাপকে বিরক্ত করার ইচ্ছে নেই আমার। মেন্স মেয়েটি অপেক্ষা করছিল, ওকে নিয়ে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে এগোলাম। মেয়েটি নাচতে জানে বটে, নাচের সময় একেবারেই হালকা মনে হচ্ছে ওর শরীর। দুই রাউন্ড পর আইরিশ এক মেয়ের সাথে নাচলাম। তারপর মার্গারিটার সাথে এক রাউন্ড। কয়েকবারই বেটির কাছাকাছি হয়েছি নাচের সময়, চোখাচোখি হয়েছে আমাদের। ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল ওর চাহনি।

সন্ধের ঠিক শুরুতে বেটিকে পাশে পাওয়ার সুযোগ হলো আমার। 'ভুলে গেছ আমাকে?' তও, অসন্তুষ্ট স্বরে বলল ও। 'যদি এখনও মনে থাকে তোমার-আমিই তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।'

'আমার পার্টনারকেও নেমস্তন্ন করেছ তুমি, তাছাড়া বেশ ব্যস্ত মনে হচ্ছিল তোমাকে, তাই বিরক্ত করতে চাইনি...'

'তোমাকে দেখেছি আমি,' তর্ক করল

বেটি। 'মার্গারিটার সাথে নেচেছ।'

'ভাল নাচে ও, এবং সুন্দরী।'

'ওহু, তাই মনে করো তুমি?' গ্রীবা উঁচু হয়ে গেল বেটি লুকাসের, চ্যালেঞ্জ দেখা গেল চোখে। 'হয়তো তুমি ভাবছ-!' বাদ্য শুরু হতে ওর কোমর ধরে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে এগোলাম। যা বলতে চেয়েছিল, তা শেষ করার কোন সুযোগই পেল না ও।

চারপাশে কেবল মেয়ে আর মেয়ে। কিন্তু বেটি ছাড়া আর কারও ব্যাপারে আগ্রহ হচ্ছে না। নাচের চেয়ে বরং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যই উপভোগ করলাম আমরা। তারপর একসময় আবিষ্কার করলাম বারান্দায় চলে এসেছি, পাশাপাশি বসে আছি দু'জনে, রাতের আকাশের তারা গুনছি। এমন নয় যে তার একটা দরকার আমার।

'আমি চাই এখানেই থাকো তুমি,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল বেটি।

'কিন্তু তোমার বাবা চায় না,' বললাম আমি। 'যদিও থাকব বলেই এখানে এসেছি আমরা, এবং তাই করব।'

উদ্বেগ দেখা গেল মেয়েটির চোখে। 'বাবা হয়তো তোমাদেরকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওধু ওকে দোষ দিতে পারবে না। বেসিনের বেশিরভাগ র্যাঞ্চারই বাবার মত ভাবে এবং এদের অনেকেই কঠিন, ভয়ঙ্কর মানুষ। যেমন চ্যাট বেলস এবং জেরিটো। এদের সাথে হয়তো ঝামেলা হবে তোমার।'

'কে?' জানতে চাইলেও উত্তরটা জানা আছে আমার।

'জেরিটো জুয়ারেজ। বেলসের ভাড়াটে গানম্যান। দক্ষ ড্যাকুয়েরো ছিল একসময়, কিন্তু তারচেয়েও বড় ব্যাপার ঠাণ্ডা মাথার খুনী ও। বেলসও একই ধরনের লোক। রেড কোরামকে দেখেছ তো, আমাদের পাঞ্চার? ওদের সাথেই চলাফেরা করে রেড।'

জেরিটো জুয়ারেজের নাম ভোলার কথা নয় আমার। নামটা শোনার সাথে সাথে অন্তস্থলে শীতল একটা অনুভূতি হলো। ঠিক ওই সময়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল ট্যাপ হেনরি। আমাদের দু'জনকে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মুখের যে

অভিব্যক্তি হলো, দরজা পথে আসা আলোর
দেখলাম, তা দেখে খুশি হওয়ার কিছু নেই।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি, বেটি। নাচ
তো প্রায় শেষ।'

'ওহ, দুঃখিত। আমি বুঝতে পারিনি...'

এবার আমার দিকে তাকাল ট্যাপ। 'মনে
হচ্ছে ঝামেলা হতে পারে, চোখ-কান খোলা
রেখো, রাই।'

করালের দিক থেকে হালকা নুড়িপাথর
গড়ানোর শব্দ কানে এল আমার। স্থির দাঁড়িয়ে
থেকে শোনার চেষ্টা করলাম, তারপর আঙিনা
পেরিয়ে আমাদের ঘোড়াগুলোর দিকে
এগোলাম। আবছা আঁধার চারপাশে। গাছের
নিচে ঘন ছায়া। হঠাৎ করেই কয়েকজনের
গলার আওয়াজ কানে এল।

'এখনই,' বলছে একজন। 'ওদের
কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্র তল্লাশি করে দেখো।
আমি জানতে চাই আসলে ওরা কে। সতর্ক
থেকো, ট্যাপ হেনরি সম্পর্কে আমার ধারণা
ঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে ওর নিশানা
কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না এবং চোখের নিমেষে
করে ও।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল আরেকজন,
তারপর করেণের মৃদু ঝনঝন শব্দ হলো।
আবছা অন্ধকারের মধ্যে তিনজন লোকের
সম্পর্ক অবয়ব চোখে পড়ছে।

'ফিরে আসার সময় কেবিনটা পুড়িয়ে
দিয়ে,' বলল প্রথমজন।

ওই লোকটাকে চাই আমার, কিন্তু আলাদা
হয়ে গেছে ওরা। দু'জন নাচের আসরে ফিরে
গেছে, এদেরকে অনুসরণ করলে অন্য লোকটি
আমাদের কোবিন পুড়িয়ে দেবে। চটজলদি
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তৃতীয়জনকে অনুসরণ
করলাম। নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল সে,
কালো একটা রোয়ানের স্যাডলে যখন হাত
রাখল, বাড়ি থেকে আসা আলোর এবার সম্পর্ক
দেখতে পেলাম লোকটাকে। সফ-ব্লান্ড কিওয়া
জনি, বসন্তজ্বরের সংকেত এর বিরুদ্ধে।

'তোথাও যাচ্ছ না তুমি, জনি। গানবেল্ট
খুলে ফেলে দাও। খুব সাবধান!'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে, ধীরে ধীরে ঘুরল
আমার দিকে। মুখ দেখতে না পেলেও আবছা

আঁধারের মধ্যে আমার কাঠামো হয়তো
অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। দেহের পাশে
শিথিলভাবে পড়ে থাকা হাতজোড়া অনায়াসে
চোখে পড়ছে ওর, ওখানে কোন বন্দুক নেই,
আসলে দৃষ্টিতে গোচর হয় এমন কোন
জায়গায়ই কোন অস্ত্র নেই। হয়তো ও ভেবেছে
প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র থাকলেই জুয়া খেলা অনেক
বেশি নিরাপদ। নিজের হোলস্টারের দিকে হাত
বাড়াল সে।

মাত্র একটা ঝুলি করলাম, ধুলোমাখা
করালের মেঝেয় পড়ে থাকল কিওয়া জনি।
শোরগোল উঠল নাচের আসরে।

ডান হলের দিকে এগোলাম আমি, চলার
পথে টোটা ভরে নিলাম কোন্টে। আর কোন
লোক কিংবা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার
ইচ্ছে নেই। একটু আগে বেটির সাথে বারান্দায়
যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওখানেই ফিরে
এলাম। দরজার কাছে লোকজনের ভিড়, ড্রস
ফ্লোরের দিকে সবার নজর। এদের একজন
মার্গারিটা। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, আলতো
হাতে মেয়েটার কাঁধ স্পর্শ করে ফ্লোরের দিকে
দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

মার্গারিটা ঠিকই আঁচ করেছে কোথাও
একটা ভজকট হয়েছে। দ্রুত পা ফেলছে ও。
তাল মেলাতে খেই হারিয়ে ফেলছি প্রায়ই।
তারপর হঠাৎ করেই বাজনা থেমে গেল।
চারপাশে তাকাতে ফ্লোরের মাঝখানে শেরিফ
ফ্রেড টেটলির সাথে জিম লুকাসকে দেখতে
পেলাম।

'কিওয়া জনি খুন হয়েছে একটু আগে,
বলল শেরিফ। 'মনে হচ্ছে সমান সুযোগ
পেয়েছে সে। কে করেছে কাজটা?'

বেটির সাথে নাচছে ট্যাপ হেনরি। ওর
উদ্দেশ্যে জুকটি করল রেড কোমার। ট্যাপ দৃষ্টি
সরিয়ে নিতে বিস্মিত দেখাল বার-এল
পাঞ্চরকে। পরক্ষণেই আমার ওপর বিদ্ধ হলো
তার ধূসর চোখজোড়া।

'বহুদিনের পাওনা,' আমার কাছাকাছি
দাঁড়ানো মাঝবয়েসী এক লোক বলল। 'হয়তো
এখন থেকে আর অত গরু হারাব না আমরা।'
'কে মেরেছে ওকে?' অধৈর্য স্বরে জানতে
চাইল টেটলি। 'যেই হও, কথা বলো। শুধু

নিয়ম পালনের জন্যেই জানতে চাইছি, রেকর্ড রাখতে হবে আমাকে।

কিন্তু নীরব থাকার এরচেয়ে বড় কারণ আছে আমার, তাই চেপে গেলাম।

শেরিফের কাছে একটা হাত রাখল জিম লুকাস। 'ঘটনাটা বরং জুলেই যাও, ফ্রেড। হোলস্টার থেকে অর্ধেকটা পিস্তল বের করতে পেরেছিল ও ধরে নেয়া যায় সমান সুযোগ পেয়েছে। সেই গুলি কক্ক না কেন, সত্যিই দারুণ নিশানা লোকটার। মাত্র একটা শট, কিন্তু এরকম আবছা অন্ধকারের মধ্যেও ঠিক হৃদপিণ্ডে লাগাতে পেরেছে!' বলার সময় দীর্ঘক্ষণ ট্যাপ হেনরির ওপর লেগে থাকল তার দৃষ্টি, তারপর ক্ষণিকের জন্যে সরে এল আমার মুখে।

দু'হাত আমার কাছে রেখে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিটা, অনুভব করলাম আঙুলগুলো চেপে বসেছে। চোখাচোখি হলো ওর সাথে। 'তুমি, তাই না?' নিচু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

মেয়েটিকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার। ফ্লোরের একপাশে সরে এলাম আমরা। 'হ্যাঁ। সবাইকে এখনই না জানানোর যথেষ্ট কারণ আছে। সমান সুযোগ পেয়েছে লোকটা, ওকে গানবেল্ট ফেলে দিতে বলেছিলাম আমি।' রেড কোমারের নাম উল্লেখ না করেই একটু আগে শোনা কথাগুলো জানালাম ওকে।

কোন প্রশ্ন ছাড়াই শুনে গেল মার্গারিটা। এখানকার সবাই জানে আমাদেরকে সাউথ ফর্ক থেকে তাড়ানোর সব ধরনের চেষ্টাই করা হবে, তাই আমার গল্পে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু কিছু মহিলা আছে গোপন কথা চেপে রাখতে জানে, মার্গারিটাকে ঠিক ওরকম মেয়ে মনে হয়েছে আমার।

এখানে টিকে থাকা সহজ হবে না, জানি আমি। শুধু জিম লুকাস হলে সমস্যা ছিল না। সবচেয়ে বড় স্টকের মালিক সে, আমাদের দক্ষিণে বাধানটা। অভিযোগ করার অধিকার তার ষোলোআনা থাকলেও চ্যাট বেলেসকেই বেশি আগ্রহী মনে হলো। লোকটা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা কানে এসেছে, মার্শাল টেটলি বা আইনের ওপর প্রভাব আছে বেলেসের, অন্তত প্রভাব ষাটানোর চেষ্টায় তার ক্লাস্তি নেই।

'ডুয়েলটা দেখেছ নাকি?' নাচ শেষে আমার কাছে এল ট্যাপ, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করল না ও। 'ঠিক পরিণতিই হয়েছে লোকটার। কিন্তু কাজটা করল কে! ওরকম শটিং বোধহয় শুধু ওয়েস হারডিন বা লারেডো কিডের পক্ষেই সম্ভব। শুনেছ কিছ?'

'নাহ, কেবল ওকে পড়ে যেতে দেখলাম। মনে হচ্ছে কাউকে ড্রাই-গালশ করার জন্যে বা কারও কেবিন পুড়িয়ে দেওয়ার মত উপযুক্ত ভাড়াটে লোক ও।'

বট করে আমার দিকে তাকাল ট্যাপ, কিন্তু ও কিছু বলার আগেই আমাদের দিকে ছুটে এল বেটি লুকাস।

'তোমাদের বোধহয় চলে যাওয়াই উচিত,' ফিসফিস করে বলল ও। 'লোকজন উল্টাপাল্টা আলাপ করেছে, আমার মনে হয় কয়েকজন ঝামেলা পাকাতে পারে।' আমাদের দু'জনের উদ্দেশ্যে বললেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে বেটি। উদ্বেগ আর আশঙ্কা ওর চোখে।

পায়ের ভর বদল করল ট্যাপ। 'কি করতে বলা আমাদের?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ও। 'ছুট লাগাব?'

'নিশ্চই না!' প্রতিবাদ করল বেটি। 'ভাবছি বাবার সাথে কথা বলব আমি, তার আগে যদি ঝামেলা এড়িয়ে যাও তোমরা, তাতে তো ক্ষতি নেই।'

'ঠিকই বলেছে ও, ট্যাপ। চলো, যাওয়া যাক।'

'তুমি যদি পালিয়ে যেতে চাও'-অধৈর্য, তীক্ষ্ণ সুরে বলল ট্যাপ, এর আগে কখনোই এভাবে আমার সাথে কথা বলেনি ও-'কেউ বাধা দিচ্ছে না তোমাকে!-যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে!। কিন্তু আমার মতে ওদের মুখোমুখি হওয়াই উচিত, দেখিয়ে দেয়া উচিত চাইলেই কাউকে তাড়ানো যায় না!'

ট্যাপ হেনরির চোখে অবজ্ঞা দেখেও গ্রাহ্য করলাম না। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে উত্তর দিলাম: 'ওভাবে আমার সাথে কথা বোলো না, ট্যাপ। যদি লড়াই করতেই হয়, তৈরিই আছি আমি। আমি শুধু বেটিকে একটা সুযোগ দিতে চাইছি। একবার লড়াই বেধে গেলে কিন্তু আর

কোন সুযোগ থাকবে না।

দরজার দিকে চোখ গেল আমার, দু'জন লোক ঢুকে পড়েছে কামরায়। পেছনে আরও কয়েকজন। লাফিয়ে উঠল আমার কলজে, ট্যাপের বাহু ঝামচে ধরলাম। 'জলদি বেরোও! চ্যাট বেলেস আর জেরিটো, জুয়াবেজ ওই দু'জন!'

শীর্ণদেহী ওই লোকটাকে দেখে ডুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বেটির সাথে চোখাচোখি হলো আমার, বিস্ময় ওর চোখে। অবহেলার সাথে নিজের কাঁধ থেকে আমার হাত নামিয়ে দিল ট্যাপ, এমনভাবে তাকাল যেন ভীতু কাউকে দেখছে। 'ঠিক আছে,' অসন্তোষের সাথে বলল ও। 'চলো, যাওয়া যাক! একা ওদের সাথে লড়তে পারব না আমি!'

লোকজন আমার সম্পর্কে কি ভাবছে জানি আমি, কিন্তু এখানে এই ভিড়ের মধ্যে বেলেস আর জেরিটোর মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। জেরিটোকে চিনি, জানি আমাকে দেখতে পেলো কি প্রতিক্রিয়া হবে ওর। লোকজনের উপস্থিতি গ্রাহ্য করবে না সে, গোলাগুলি হলে নিরীহ লোকজন হতাহত হতে পারে তা-ও ভাববে না।

বেটিকে বিদায় জানাতে উদ্যত হতে দেখলাম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও, আলগোছে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজের হাত। শ্লাগ করে ট্যাপ হেনরিকে অনুসরণ করে দরজার দিকে এগোলাম।

ফেরার পথে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না ট্যাপ, এমনকি পরদিন দুপুর পর্যন্ত নীরব থাকল। 'বেটির কাছ থেকে দূরে থেকে,' লাঞ্চ করার সময় গভীর স্বরে বলল ও। 'আমার মেয়েমানুষ ও।'

'উঁহঁ, মানতে পারলাম না,' শান্ত স্বরে জবাব দিলাম। 'তোমাকে কথা দেয়নি ও, আসলে কাউকেই দেয়নি। যদি না কারও সাথে আংটি বিনিময় হচ্ছে ওর, তোমার মতই লেগে থাকব আমি।'

'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বা ঝামেলা হোক চাই না আমি,' শেষে যোগ করলাম। 'বহু পথ একসঙ্গে পাড়ি দিয়েছি আমরা। এখানে

নিজেদের ভাগ্য গড়তে এসেছি, হয়তো কিছু ঝামেলাও সামনে আছে। টিকে থাকতে পারলে সমৃদ্ধ একটা বাধান গড়তে পারব আমরা।'

'গতরাতের ব্যাপারে কি বলবে?' শীতল হয়ে এল ট্যাপের কণ্ঠ। 'শ্রেফ পালিয়ে এসেছ তুমি!'

'ঘরভর্তি মহিলা আর বাচ্চাদের মধ্যে গোলাগুলি করতে ভাল লাগত তোমার? তাছাড়া এতে আসল কাজও হত না। ওধু লড়াই করে সব কিছু অর্জন করা যায় না। সাহস আর পিস্তল আছে এমন যে কেউই লড়তে পারে। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করা।'

'মানে?'

শীতল দৃষ্টিতে আমাকে স্মরিপ করছে ট্যাপ। বুঝতে পারলাম এই প্রথম আমাকে গোণার মধ্যে ধরছে সে। হয়তো ওর বিবেচনায় কখনোই পাস্তা পাওয়ার মত লোক ছিলাম না আমি।

'কখন লড়াই করব, আমরাই ঠিক করে নেব-নিজেদের সুবিধামত,' বললাম। 'চেপ্টা করলে হয়তো ওদের সবাইকে হটিয়ে দিতে পারব, কিন্তু আমরা কতটা টাফ লোক তা দেখিয়ে আসল কাজ হবে না। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেদের অসুবিধাগুলো যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি,' মুখে বললেও ট্যাপের চোখ দেখে মনে হলো স্বীকার করতে বাধ্যছে ওর। 'শ্রেফ দুর্ঘটনাবশত গানফাইটে একটা বাচ্চাকে গুলি করেছিল এক লোক, পরে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছি লোকটাকে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষ করল ট্যাপ। 'হয়তো ওই তিনজনকে ভয় পেয়েছ তুমি।'

কফি পান করার ফাঁকে কথা হচ্ছিল, কাপের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। ধীরে ধীরে অসন্তোষ জন্ম নিচ্ছিল আমার মধ্যে, কিন্তু ক্ষোভ বা অসন্তোষ চাপা দিয়ে রাখলাম। 'ভয় পাইনি আমি,' শান্ত স্বরে বললাম ওকে। 'শোনো, ট্যাপ, ওদের সম্পর্কে হয়তো জানা নেই তোমার। ওধু চ্যাট বেলেসই আটটা ফেরার ডুয়েলে জিতেছে। সনোরার ওদিকে তারচেয়ে দ্বিগুণ মানুষ

মেরেছে জেরিটো। ও একটা বিষাক্ত কয়োট, ওকে যদি আমরা মারতেও পারি, নিশ্চিত থাকতে পারো দু'একটা বুলেট আমাদের শরীরেও ঢুকবে।

'তুমি যেভাবে বলছ ওদেরকে এতটা ট্যাফ মনে হচ্ছে না আমার,' বিড়বিড় করে বলল ট্যাপ, তারপর সহসাই আমার চোখে চোখ রাখল, কঠিন চাহনিতে বিদ্ধ করার চেষ্টা করল আমাকে। 'ওদের সম্পর্কে এত কিছু জানলে কিভাবে?'

'বেলেস মিসৌরির লোক,' সতর্ক কণ্ঠে বললাম। 'কুখ্যাত ইয়োঙার ডাইদের সাথে চলাফেরা করত একসময়, পরে ঈগল পাসে স্থির হয় ও। আর জেরিটো সম্পর্কে সনোরার প্রত্যেকটা লোকই জানে।'

কোন ঝামেলা ছাড়াই চলে গেল পরের কয়েকটা দিন। খুবই কম কথা হলো আমাদের মধ্যে, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মুখ খুললাম না কেউই। ট্যাপ আমার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে বিরক্তি লাগল।

চতুর্থ দিন বিকেলে কাজ সেরে এসে যখন স্টিলডাস্ট থেকে স্যাডল নামাচ্ছিলাম, দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। এই বুনো দেশে বিপদ সম্পর্কে আগাম সঙ্কেত পেতে হলে চোখ-কান সজাগ রাখতে হয়, নয়তো বেশি দিন বেঁচে থাকা অসম্ভব। 'ট্যাপ!' নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে পার্টনারকে ডাকলাম আমি। 'কয়েকজন রাইডার আসছে।'

করালে কি যেন করছিল ও, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'নিশ্চিত ওনেছ?'

'হ্যাঁ।' করালের দরজার পাশে স্যাডল রাখার জন্যে পোতা লগের দিকে স্যাডলটা ছুঁড়ে দিয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিলাম। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখলাম গুটা। 'ওদেরকে আসতে দাও, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যেয়ো না। দেখা যাক কি বলার আছে ওদের।'

করাল থেকে বেরিয়ে গেল ট্যাপ হেনরি। একসঙ্গে আঙিনায় এসে দাঁড়াল ওরা। জিম লুকাসের সাথে এবার চ্যাট বেলেসও

সামিল হয়েছে। দলটার মধ্যে জেরিটো নেই দেখে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। ইতোমধ্যে করালের ভেতরে চলে এসেছি আমি, ভেতরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। মোট বারো জন। জিম লুকাস কথা বলার আগেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল বেলেস।

'হেনরি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'তোমাকে সতর্ক করা হয়েছিল। নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। এই জায়গা পুড়িয়ে দেব আমরা।'

উত্তর দিতে অযথাই দেরি করল ট্যাপ হেনরি। কিন্তু দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা নেই ওর কণ্ঠে। 'নরকের মত?'

'এখানে কোন নেস্টরদের চাই না আমরা! একজন জুড়ে বসতে পারলে দলে দলে ছুটে আসবে ওরা। তোমার যা রেকর্ড, এ ধরনের লোককে এখানে থাকতে দিতে পারি না আমরা!'

'আমার রেকর্ড?' একটা ডুক কোঁচকাল ট্যাপ। মানতেই হবে সাহস আছে ওর। এক পা আগে বাড়ল ও। 'কে বলল আমি-!'

'আমি!' মুখিয়ে উঠল রেড কোরাম। 'প্যানহ্যান্ডেলে টার্নারের দলে ছিলে তুমি।'

'নিশ্চই ছিলাম,' বুনো হাসি দেখা গেল ট্যাপের ঠোটে। 'কিন্তু ওই কাজ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার তো মনে হয় না এখানে যত লোক আছে সারা জীবনে ঠিক করতেই মার্কী বসিয়েছে সবাই।'

'তাতে কিছু আসে-যায় না! হয় এখন থেকে ভাগবে নয়তো তোমাদের সাধের এই রেঞ্জই কবর হবে তোমার!'

জিম লুকাসের দিকে ফিরল ট্যাপ। 'তুমিও কি তাই মনে করো, লুকাস?'

'খুন-খারাবির মধ্যে নেই আমি, কিন্তু...'
'কিন্তু আমি আছি!' রুঢ় স্বরে ঘোষণা করল বেলেস। 'হয় ওরা এখন থেকে ভাগবে, নয়তো লড়াই করে জায়গা করে নিতে হবে!'

বেলেস-বাহিনী আঙিনায় পৌছার আগে শেডের দিকে একবার তাকিয়েছিল ট্যাপ হেনরি, দরজায় আমাকে দেখতে পায়নি ও। তারপর আর ফিরেও তাকায়নি এদিকে। জানি

ও ভাবছে সটকে পড়েছি আমি। নিঃশব্দে দুই পা এগিয়ে শেডের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। 'জানো কি একই শর্ত, চ্যাট?' 'কি?' 'করে শেডের দিকে ফিরল, সে। আমার হাতের নিচু করে পরা এবং একমাত্র অস্ত্র ওয়েস্টবেল্ডে গোজা রাশান কোস্ট। দু'পা এগিয়ে টেইলর মুখোমুখি দাঁড়ালাম, এবং আমার আর বেলেসের মধ্যে এমন একটা অবস্থান তৈরি করলাম যাতে বাড়তি সুবিধা না পায় সে। আমার দিকে ঘুরলে ট্যাপ হেনরির দিকে পাশ ফিরতে হবে তাকে। নিশ্চই অস্বস্তিকর অবস্থা।

'তুমি আবার কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল বেলেস, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। বিশালদেহী মানুষ সে, চোয়ালের হাড় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ উঁচু। রোদপোড়া রঙ হলেও খোঁচা খোঁচা দাড়ির নিচে মুখটা ফ্যাকাসে দেখাল। নীল চোখে সাবধানী দৃষ্টি, চোখের কোণের কৃষ্ণনগুলো ভীত দেখাচ্ছে।

'টাইলার আমার নাম, চ্যাট। রায়ান টাইলার। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল নামটা আগে কখনও শোনানি? এবার চিনতে পেরেছ?' ট্যাপের দিকে না ফিরেই বললাম: 'ট্যাপ, সত্যিই যদি লড়াই চায় ওরা, তাহলে বেলেসকে চাই আমার।' নিচু স্বরে বললেও আমি নিশ্চিত কথাগুলো ওদেরও কানে গেছে।

কিছুটা হলেও বিহ্বল হয়ে পড়েছে ওরা। এখানে আমার পরিচয় একেবারেই অর্বাচীন এক তরুণ হিসেবে, স্থানীয় ব্যাংকারকে গানফাইটে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস থমকে দিয়েছে ওদেরকে। স্রেফ স্থির হয়ে স্যাডলে বসে আছে ওরা, উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পায় না কেউই।

'মি. লুকাস, আমার ধারণা বোকা নও তুমি,' বললাম আমি। 'বড় একটা বাথান আছে তোমার, আর আছে বেটি, কিন্তু কোন ছেলে নেই। এখানে যদি কোন গোলাগুলি হয় আজ, তাহলে তুমি বা বেলেসই মরবে আগে।' ভ্যাপসা গরম পড়ছে, আকাশে মেঘের আনাগোনা; বৃষ্টি হবে বোধহয়। অস্বস্তিকর আবহাওয়া। সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলাম আমি। 'যতক্ষণ

না স্বেচ্ছায় এই জায়গা ছাড়ছি, কেউ তাড়াতে পারবে না আমাকে। তোমরা যদি লড়াই চাও, শুরু করতে পারো। আমাদেরকে যদি গোর দিতেই চাও, নিজেদের মাথাগুলোও হিসেবের মধ্যে রেখো।'

প্রতিপক্ষের মত ট্যাপ হেনরিও বিস্মিত হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং এই বিস্ময়ই থামাল লোকগুলোকে, অন্য কিছু নয়। চমকটা বেশিক্ষণ থাকবে না অবশ্য, জানা আছে আমার। কয়েক পা এগিয়ে ওদের কাছ থেকে বিশ হাত দূরে থামলাম, সবার ওপর নজর চালিয়ে শেষে বেলেসের ওপর স্থির হলো আমার দৃষ্টি। 'স্যাডল ছেড়ে নামছ না কেন, চ্যাট? দাঁড়ানো অবস্থায় ড্র করতে সুবিধে হবে তোমার। প্রথম শটটা মিস করতে চাও না নিশ্চই? ওটা যদি মিস করো দ্বিতীয় সুযোগ কখনও পাবে না।

'আমাদের কেবিন পুড়িয়ে দিতে এসেছ তুমি। স্যাডল ছেড়ে নেমে এসে শুরু করছ না কেন? তোমার বন্ধু, কিওয়া জনির মত চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না?' স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বেলেস, ধীর গতিতে স্টির্যাপ থেকে একটা পা মুক্ত করল। 'এই তো, আসল কাজ শুরু করেছ। নেমে এসো। জমিনের ওপর তোমাকে চাই আমি—যেখানে ভূপতিত হলে বেশি দূরে পড়তে হবে না তোমাকে। এই লোকটি'—নিচু স্বরে ট্যাপের উদ্দেশ্যে যোগ করলাম—'আমাদের কেবিন পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে টাকা দিয়েছিল কিওয়া জনিকে। ওদের আলাপের প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। গানবেন্ট ফেলে দেয়ার জন্যে জনিকে বলেছিলাম আমি এবং ওকে হয়তো কথাও বলাতে পারতাম, কিন্তু সুযোগ নেয়াই ঠিক করল ও। তুমিও কি ওর মত সুযোগ নিতে চাও, চ্যাট?'

'তুমিই জনিকে মেরেছ?' জানতে চাইল জিম লুকাস, আমার ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ। 'ফাস্টগান বলে ওকে জানত সবাই।'

'তাই?' জিম লুকাসের অবজ্ঞা গায়ে মাখলাম না। 'কিন্তু ওকে অতটা ফাস্ট মনে হয়নি আমার।' ঘৃণাকরেও বেলেসের ওপর থেকে চোখ সরাইনি। 'কি হলো, চ্যাট, সাহস

হারিয়ে ফেলেছ নাকি? নেমে এসো!

দ্বিধাশ্রিত হয়ে পড়েছে চ্যাট বেলেস। দুই বছর পর আমাকে দেখছে ও, এই সময়ে এক ইঞ্চি উচ্চতা বেড়েছে, আরও চওড়া হয়েছে আমার কাঁধ দুটো। হ্যাটের ব্রিমের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে আমার মুখ, এবং শুধু ঠোঁট আর চিবুকই দেখতে পাচ্ছে বেলেস। স্মৃতির পাতায় সাড়া জাগানোর জন্যে হয়তো ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল এবং পিস্তলে চালু হলেও জুয়াড়ী নয় চ্যাট বেলেস। পরিস্থিতিটা পছন্দ হচ্ছে না তার। জেরিটো বা রেড কোরাম সাথে থাকলে হয়তো চান্স নিত, কিন্তু সে জানে রেড পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালেই খুন হয়ে যাবে ট্যাপ হেনরির হাতে। সুতরাং রেডের সাহায্য সে পাচ্ছে না।

‘মি. লুকাস, এরচেয়ে ভাল লোকের সাথে চলাফেরা করতে পারো তুমি। ঘোড়া থেকে নামেনি বেলেস, আসলে ওরকম ইচ্ছেই নেই ওর। হয়তো আরও কিছু দিন বাঁচার জন্যে আকৃতি করছে ওর মন। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে পারো তোমরা-ট্যাপ আর আমার, দু’জনেরই এ জায়গাটা পছন্দ খুব। থাকার জন্যেই এসেছি আমরা। গরু চরাব, বাজারে গিয়ে বেচব, কিন্তু সৎভাবে থাকতে চাই। তোমার যখন ইচ্ছে আসতে পারো এখানে, মি. লুকাস, যদি উদ্দেশ্য সৎ থাকে। কিন্তু বেলেস বা ওর ঝামেলাবাজ আউটফিটের বেলায় এ কথা বলতে পারছি না।’

সূক্ষ্ম ঘাম দেখা গেল চ্যাট বেলেসের কপালে, কপালের পাশে দপদপ করছে একটা শিরা। ধীর গতিতে স্টির্যাপে পা চালান করে দিল সে। চোরা চাহনিতে তাকে দেখল জিম লুকাস, আড়ষ্ট হয়ে গেল চেয়াল। ‘চলো, ফিরে যাই!’ বলে ঘোড়া ঘুরাল বার-এল মালিক, আর কোন কথা না বলে ফিরতি পথে এগোল।

কেবল রেড কোরামই ফিরে তাকাল। বিষদৃষ্টি হানল ট্যাপ হেনরির উদ্দেশ্যে। ‘শহরে দেখা হবে তোমার সাথে!’

‘যে কোন সময়, রেড! যে কোন জায়গায়!’ পেছন থেকে বলল ট্যাপ, তাচ্ছিল্য ওর কণ্ঠে।

ছোট্ট ঘোড়সওয়ারদের অবয়ব দিগন্তের ওপাশে মিলিয়ে যেতে আমরা দিকে ঘুরল

ট্যাপ। অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে ওর দৃষ্টি। ‘কঠিন খেলা খেলছিলে তুমি, বাছা। বেলেস যদি ড্র করত?’

‘হয়তো মারা যেত ও,’ নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম। ‘কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম ড্র করবে না সে। বেলেসের মধ্যে অদৃষ্টবাদ বলতে কিছু নেই-ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে না ও, নিশ্চিত জেনে তবেই ড্র করে। এমন নয় যে পিস্তলে চালু নয়, সত্যিই দারুণ ক্ষিপ্ত ও!’ করালে এসে দরজার পাশ থেকে রাইফেল তুলে নিলাম। ‘ওহ, দারুণ খিদে পেয়েছে!’ প্রসঙ্গটাকে আর বাড়তে দিলাম না, ওখানেই শেষ হয়ে গেল।

ট্যাপ কি ভেবেছে, জানা নেই আমার। জানার ইচ্ছেও নেই। পরের কয়েকদিনে খেয়াল করলাম আমাকে নিরীক্ষ করছে ও, মনে মনে আমার ক্ষমতার দৌড় বিবেচনা করে দেখছে। ওই রাতেই সাপারের পর ঘোড়ায় সাজ পরাল সে। জানি কোথায় যাচ্ছে। বেটি লুকাসের সাথে দেখা করবে

চিন্তাটা আমাকে আহত করলেও চেপে গেলাম। কিছুই করার নেই আমার। ট্যাপের ধারণা মার্গারিটার ব্যাপারে অগ্রহী আমি, কিন্তু আসলে তা নয়। ওকে বরং বন্ধু বলা যাবে। এক ড্যাকুয়েরোকে পছন্দ করে ও, ওর বাবার হয়ে কাজ করে লোকটা। যদিও সেদিন নাচের আসরে পরস্পরের সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করেছি আমরা।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত আমি-জেরিটোর সাথে কথা বলবে চ্যাট বেলেস, তারপর আমাকে শিকার করার উদ্দেশ্যে এখানে আসবে। আমাকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ আছে জেরিটো জুয়ারেজের। লারেডো কিউ হিসেবে আমাকে ঠিকই চিনতে পারবে ও।

কোন দিনই পিস্তলবাজ হিসেবে নাম কামানোর ইচ্ছে ছিল না আমার, কসম করে বলতে পারি। ষোলো বছরের কোন তরুণ হয়তো নিজের সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহে ভুগতে পারে, কিন্তু আমার বেলায় তা হয়নি। ওই বয়সে টেক্সাসের এক বাথানে কাজ করার সময় এড কীনারের সাথে আমার জীবনের প্রথম শো-ডাউন হয়। ফোরম্যান ছিল লোকটা। অযথাই লেগে থাকত আমার পেছনে, আমাকে

বোধহয় র-হাইড করার ইচ্ছে ছিল ওর। ব্যাটাকে আচ্ছামত পেটালাম, কিন্তু তখনও খায়েশ মেটেনি ওর। পিস্তলে হাত দিল সে, কোথেকে কি ঘটেছিল ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু সেকেন্ড কয়েক পর ওকে দশ হাত দূরে পড়ে থাকতে দেখলাম আর আমার হাতে ছিল ধূমায়মান কোল্ট।

কীনারের তিন ভাইকে এড়াতে ওই তল্লাট ছাড়তেই হলো আমাকে। কিন্তু পিছু ছাড়েনি ওরা। লারেডোতে আমাকে কোণঠাসা করে ফেলল দু'জন। এদের একজন আর কখনও লারেডো ছাড়তে পারেনি, মরার আগে তিন মাস বিছানায় পড়ে ছিল অন্যজন। পরে মেক্সিকোয় চলে গেলাম আমি, ভাড়াটে কাউন্সিল হিসেবে কাজ করতাম। এল পানোতে আমার হাতে মারা যায় জেরিটোর ভাই, ততদিনে আমাকে আরেক বিলি দ্য কিউ হিসেবে তুলনা করতে শুরু করে লোকজন। লারেডো থেকে উত্থান বলে আমাকে 'লারেডো' বলে সম্বোধন করে লোকজন, কিন্তু কয়েক বছর লারেডোর ধারে-কাছেও যাইনি আমি। অবশ্য পরে ওখানেই তৃতীয় কীনারের মোকাবিলা করেছি, ভাইদের পাশেই বুটহিলে জায়গা হয়েছে ওর।

এরপর প্রায় ভবঘুরের মত কেটে গেছে আমার। কোমাক্সি ছাড়া আর কাউকে খুন করতে হয়নি। ফোর্ট গ্রিফিনে এক অসং শেরিফকে মেরেছিলাম, ডুয়ান'স ক্রসিংয়ে পিটিয়েছিলাম আরেকজনকে। রেডরকের গোল্ড রাশের সময় খুন করতে হলো তিনজনকে। আমাকে নিয়ে যখন কথা শুরু হলো ততক্ষণে কেটে পড়েছি, বেশিরভাগ লোকই জানে না রায়ান টাইলারই লারেডো কিউ।

কেবল চ্যাট বেলেসই জানে, কারণ কীনারদের সাথে লড়াই করার সময় আশপাশে ছিল ও। আর জানে জেরিটো জুয়ারেজ।

রেডরকের ওই ঘটনার পর কোমরে পিস্তল বহন করা বন্ধ করে দেই আমি, যে কোন ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এজন্যেই এ জায়গার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

কিন্তু চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, প্রায় মাঝ রাতে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। বাহু থেকে নামার আগেই হাত বাড়িয়ে রাইফেল তুলে নিলাম। ততক্ষণে আন্ডিনায় এসে পড়েছে ঘোড়সওয়ার, অর্ধৈর্ষ স্বরে ডাকছে। স্বরটা বিস্মিত করল আমাকে। বেটি লুকাস!

'রাই! জলদি এসো! সন্ধ্যয় লন ক্যানারিকে মেরে ফেলেছে ট্যাপ, খুনের অভিযোগে ওকে আটক করেছে ড্যান্টিনার লোকজন। রাতের মধ্যেই ফাঁসি দেবে ওকে!'

আমার চেয়ে দ্রুত আর কেউ কাপড় পরতে পারে কি-না জানা নেই আমার, কিন্তু খেয়াল করলাম একটু বেশি সময়ই লাগছে এখন। আশঙ্কায় হাত-পা কাঁপছে। স্যাডলব্যাগ থেকে জোড়া পিস্তল আর হোলস্টার বের করলাম। কোমরে বেল্ট জড়িয়ে রাশান কোল্টটা ওয়েস্টবেল্ডে গুঁজে রাখলাম। তারপর করালের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আগেই কাজ সংক্ষিপ্ত করে রেখেছে বেটি, আমার ঘোড়াটাকে স্যাডল পরিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আমাকে শুধু স্যাডলে চেপে বসতে হলো।

'আসার আগে কোর্ট হাউসের কাছে দেখেছি লোকগুলোকে!' চিৎকার করে জানাল বেটি। 'জলদি যেতে হবে!'

জীবনে এরচেয়ে জোরে ঘোড়া ছুটাইনি। স্টিলডাস্টটাও যেন আমার তাড়া বুঝতে পেরেছে। পাখাঅলা চিতার মত ক্ষিপ্র বেগে ছুটতে থাকল ওটা। মিনিট চল্লিশের মধ্যেই দূর থেকে ড্যান্টিনার আলো চোখে পড়ল। রাস্তায় একটা বিন্দুর চারপাশে কিছু আলো দেখতে পেলাম।

আরও কিছুটা এগোনোর পর স্পষ্ট হলো কাঠামোগুলো-শহর থেকে বেরিয়ে আসছে দলটা, মূল রাস্তার শুরুতে দাঁড়ানো বড়সড় কটনউডে কাজটা সারতে চাইছে লোকগুলো। ইতিমধ্যে সব আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গেছে, ট্যাপকে স্যাডলে বসিয়ে গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে, যদিও মবের উদ্দেশ্যে সমানে গালাগাল করছিল।

ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়েছি, প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে ওটা। জটিলার কাছ থেকে ত্রিশ হাত দূরে এসে দাঁড়ালাম, আলোর বৃন্তের বাইরে। 'ঠিক আছে, বয়েজ!' সবাই যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে বললাম। 'মজা শেষ! আজ রাতে কোন নেক-টাই পার্টি হচ্ছে না!'

'কে বলে এই কথা?'

'আমি, রায়ান টাইলার,' ঘোড়াটাকে দু'পা আগ বাড়িয়ে আলায় এসে দাঁড়ালাম। 'কিন্তু সনোরায় আমাকে লারেডো কিড নামে ডাকে লোকজন। একটা উইনচেস্টার ছাড়াও তিনটে লোডেড পিস্তল আছে আমার কাছে এবং সহজে মরার পাত্র নই আমি। নিজের বউ-বাচ্চাকে বিধবা এবং এতিম করার ইচ্ছে যাদের আছে নিশ্চিন্তে পার্টির কাজ শুরু করতে পারো তারা।'

'কাকে গুলি করতে হবে তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই আমার, ট্যাপকে ছাড়া আর যেকাউকে খুন করব। ওর সম্পর্কে জানি আমি, ও যদি কাউকে খুন করে থাকে তো ফেয়ার ছিল ওটা, হলফ করে বলতে পারি। এবার, ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাও সবাই। আমার দু'হাত কিন্তু সমানে চলে, দুটো পিস্তল থেকে সমানে গুলি করতে পারব। বারোটো গুলির পরও একটা উইনচেস্টার আর বাড়তি আরেকটা পিস্তল আছে। বিশ্বাস করবে, এগারো বছর বয়সের পর থেকে কোন গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি আমার। কেউ যদি আজ রাতে মরতে চায় তো পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই তার।'

কেউই নড়ল না। কিন্তু ট্যাপের চোখে বিপদ সংকেত চোখে পড়ল আমার। 'ওই ব্যাটা বোধহয় তোমার কথাগুলো পছন্দ করতে পারছে না, বাছা!' চাপা স্বরে বলল ও।

'ও তো একটা বাচ্চা ছেলে!' কে বলল জানি না, কিন্তু গ্র্যাভেল ব্রাউনের মত মনে হলো কণ্ঠটা, ড্যান্টোনায় হইকি বিক্রি করে সে।

'কিন্তু ওর পিস্তলগুলোর সাথে বয়স্কদের পিস্তলের কোন পার্থক্য নেই,' সোৎসাহে বলল ট্যাপ। 'সতেরো চলছে ওর, যথেষ্ট বয়স, তাই না? অন্তত গুলি করার জন্যে। এই বয়সে ওগালালায় ম্যাকনীলদের দলে একজন সেওভো হিসেবে স্বজ্ঞ করেছিলাম আমি।'

'ব্রাউন,' নির্লিপ্ত স্বরে বললাম আমি। 'খুব

ধীরে ট্যাপের গলা থেকে ফাঁসটা সরিয়ে ফেলো। যদি বেতাল কিছু করো কিংবা যদি ঘোড়াটা একচুলও নড়ে, সমানে গুলি শুরু করব আমি। ভেমন হলে, এতগুলো মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে, এবং কাল সকালে লোকজন এসে তোমার লাশের ওপর থুথু ছিটাবে।'

অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল ব্রাউন, শেষে ট্যাপের অস্ত্র ফেরত দিল। ঘোড়াটাকে কয়েক পা পিছিয়ে আনলাম আমি, ফের আবছা অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে ফেললাম নিজেকে।

'এখনকার মত পার পেয়ে যাচ্ছে, টাইলার,' তপ্ত স্বরে বলল একজন। 'ট্র্যাক ফেলে যাবে তোমরা। তাছাড়া এখানেই থাকছ। তোমাদের মত বন্দুকবাজদের এ তল্লাটে চাই না আমরা।'

'চাও না?' হেসে বললাম আমি। 'ঠিক আছে, অ্যামিগো! চ্যাট বেলেস, জেরিটো জুয়ারেজ আর রেড কোরামকে এ কথা বোলো তাহলে। ওরা যদি এ এলাকা ছেড়ে চলে যায়, আমরাও জ্বাব। ততক্ষণ পর্যন্ত সাউথ ফর্কই আমাদের ঠিকানা। যদি বেড়াতে আসো, কফির দাওয়াত দিয়ে গেলাম। কিন্তু যদি ঝামেলা করতে যাও, কসম, আজকের কাজটা হয়তো সেদিন করব!' ফের ঘোড়াটাকে আরও কয়েক ফুট পিছিয়ে আনলাম। 'চলে এসো, ট্যাপ। ঘুম দরকার এদের। ওদেরকে বাড়ি যেতে দাও।'

আমার পাশে এসে দাঁড়াল ট্যাপ হেনরি। দাঁড়িয়ে থেকে সবার যাওয়া দেখলাম আমরা। ব্যাপারটা পছন্দ করেনি ওরা, কিন্তু বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মরতে চায় না কেউই।

'আমার চামড়া বাঁচিয়েছ, কিড,' স্পার দাবাল ট্যাপ; ঘোড়াটা কিছুদূর এগোনোর পর আমার দিকে ফিরল ও। 'সত্যিই কি তুমি লারেডো কিড?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কথাটা প্রচার করার কোন কারণ দেখছি না।'

'আর আমি কি-না ভাবছিলাম তুমি লড়তে জানো কি-না! এরচেয়ে বড় বোকামি আর হতে পারে?'

পরের এক সপ্তাহ কোন ঝামেলা ছাড়াই কাটল, সাউথ ফর্কের ধারে-কাছেও এল না কেউ। প্রায় রাতেই বেরিয়ে যায় ট্যাপ, কিন্তু কখনও কিছু বলেনি আমাকে এবং আমিও জানতে চাইনি। ট্যাপের খেলায় অংশগ্রহণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। বেটি লুকাস যদি সত্যিই ওকে চায়, আপত্তি নেই আমার। ট্যাপের ফাঁসির খবর নিয়ে আমাদের বাথানে এসেছিল মেয়েটা, ওর তখনকার ভাবভঙ্গি বা উদ্দেশ্য সেই কথাই বলে।

পরের শনিবারে একটা প্যাকহর্সে স্যাডল চাপালাম আমি। দূর থেকে আমাকে জরিপ করল ট্যাপ, মুখ দেখে ভেতরের ভাবনা বোঝা যাচ্ছে না। 'তোমার সাথে আমারও যাওয়া উচিত,' শেষে নিস্পৃহ সুরে বলল ও।

'মনে হয় না তার দরকার আছে,' শান্ত স্বরে বললাম শুকে, যদিও ওর আসল উদ্দেশ্য ঠিকই আঁচ করতে পারছি। 'পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সহজ হয়ে এসেছে এখন। ওরাও চাইছে একসঙ্গে শহরে যাই আমরা, যাতে বাথানটা ঝালি পড়ে থাকে। ফিরে এসে ঈদখব সব পুড়িয়ে দিয়েছে কিংবা উইনচেস্টার হাতে আমাদের জন্যে কেবিনে অপেক্ষায় আছে ওরা। না, ট্যাপ, ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। এখানেই থাকছ তুমি।'

বাক্স থেকে উঠে বসল ট্যাপ। কঠিন হয়ে গেছে চোয়াল, চোখের দৃষ্টি ভীষণ দেখাণেও উদ্ভিন্ন মনে হচ্ছে ওকে। 'কিন্তু...হয়তো তোমাকে ফোণঠাসা করে ফেলবে ওরা, কিড। সব মানুষেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তাছাড়া দলে ভারী ওরা।'

'সাপ্রাই দরকার আমাদের, একজনকে তো যেতেই হবে। তোমার চেয়ে ভ্যান্টানা আমার জন্যে অনেক বেশি নিরাপদ।'

রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে ভ্যান্টানায় পৌঁছলাম আমি। শহরটা প্রায় ফাঁকাই। সেলুনের সামনের রেইলে কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়ল। দূরে ডেনারোল স্টোরের সামনে গল্প করছে তিন ভদ্রমূরে। স্ট্যাবলের সামনে একটা টুলে বসে

তুলছে বুড়ো হসল্যার। মূল রাস্তায় একটা বাকবোর্ডে সুশ্রী এক মেয়েকে দেখা গেল।

স্টোরে মালিক ছাড়া অন্য কাউকে চোখে পড়ল না। দ্রুত রসদপত্র গুছিয়ে ফেলল সে। জোড়া পিস্তল কুলছে আমার কোমরে, হাতে উইনচেস্টার আর বগলের হোলস্টারে একটা বাড়তি পিস্তলও রয়েছে। তৈরি হয়েই এসেছি, কারও যদি ঝামেলা করার ইচ্ছে থাকে, নিশ্চিন্তে শুরু করতে পারে।

রসদের বস্তা স্টোরের পেছনের দরজার পাশে রেখে সামনের দরজার দিকে এগোলাম আমি। 'টাইলার, তুমি বরং পেছনের দরজা দিয়ে যাও,' পরামর্শ দিল স্টোর মালিক। 'ঝামেলা এড়িয়ে গেলেই ভাল হবে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

আঙুল চালিয়ে হ্যাটখানা আরও পেছনে ঠেলে দিলাম, দাঁত বের করে হাসলাম লোকটার উদ্দেশ্যে। 'তাতে কি প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা হবে? আমার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় আছে ওঁ, ওদেরকে নিরাশ করা কি ঠিক হবে? ভাবছি জানতে চাইব কি চায় ওরা।'

'সীসা দিয়ে জবাব দেবে ওরা,' জ্রকুটি করল সে।

'মনে হয় আমিও একই ভাষায় উত্তর দিতে পারব,' হেসে বললাম। 'এমন একটা সময় ছিল যখন ওই ভাষায় কথা বলতে বেশ পটু ছিলাম। হয়তো এখনও দেদার আলাপ চালিয়ে যেতে পারব।'

'ম্যাট উইলসনের সেলুনে আছে ওরা। উল্টোদিকের রাস্তায় আরও কয়েকজন আছে। চারজন তো হবেই।'

খন্যবাদ জানিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এলাম। বোর্ডওজকে পা রাখতে উল্টোদিকের রাস্তা আর ফুটপাথ থেকে দ্রুত সুরে পড়ল লোকজন, বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছে। নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। সেলুনের দিকে এগোলাম আমি। সতর্ক এবং তৈরি। দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছি, যতটা সম্ভব দেয়ালের সাথে মিশে থাকার চেষ্টা করলাম।

স্টোরের জানালায় এক লোককে দেখে

দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকলাম। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই সেলুন থেকে বেরিয়ে এল চ্যাট বেলেস। স্টোরের পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে রেড কোরাম, এবং হঠাৎ করেই রাস্তার মাঝখানে দেখতে পেলাম জেরিটো জুয়ারেজকে। গলির মুখে অপেক্ষা করছে আরেকজন। আচমকা আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে ওরা।

'শেষ পর্যন্ত এসেছে তাহলে!' চাপা হাসি বেলেসের মুখে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেকে গেছে ঠোঁটের কোণ। 'এবার দেখা যাবে কে কাকে শিকার করে!'

'হ্যালো, জেরিটো,' নিষ্কম্প কণ্ঠে বললাম। 'এখনও ফাঁসিতে ঝোলানি দেখছি! আমি তো আশা করেছিলাম কেউ হয়তো কুলিয়ে দেবে তোমাকে।'

'তোমাকে খুন করার আগে নয়!' এক পা আগে বেড়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াল জুয়ারেজ।

'ওই দিনটা দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না কখনও। কোন দিনই আমার চামড়া স্পর্শ করার সৌভাগ্য হবে না তোমার।' চারজন ওরা, কিন্তু জুয়ারেজ ছাড়া অন্য কারও দিকে মনোযোগ নেই আমার। দুই চোখঅলা একটা ডিনামাইট ও, আমার মত লোকের প্রতি ওর অফুরন্ত ঘৃণা আর বিদ্বেষ তেজ যুগিয়েছে ওকে-কেবল উক্কে দেয়ার অপেক্ষায় আছে, বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে যে কোন সময়ে।

শীতল সতর্কতা গ্রাস করল আমাকে, বুনো একটা উন্মাদনা অনুভব করছি-যেন শয়তান ভর করেছে আমার ওপর। এই শক্তিটাকে আমার নিজেরই ভয়, কারণ এটাকে দমিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন। যখন এরকম মুহূর্ত আসে ভেতরে বিধ্বংসী শক্তির অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করতে পারি-খুনের স্পৃহা, জেদ পেয়ে বসে আমাকে। যে কোন চালাক লোকেরই ওই জেদের ওপর লাগাম টেনে ধরতে অনিচ্ছা হবে। কিছু কিছু সময় আছে যখন আমি নিজেই ওই শক্তির ওপর চড়ে বসি, এই যেমন এখন, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে অদম্য আক্রোশ। এই মুহূর্তে কেউ যদি বলে একটু পরেই এখানে রাস্তায় গুলি বেয়ে মরতে হবে আমাকে, তাতেও

কিছু আসে যায় না।

• বুক ধুকপুক করছে আমার, বুকের খাঁচার সাথে হৃদপিণ্ডের দমাদম বাড়ি অনুভব করছি। শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্ষিপ্ত আর ঘন হয়ে এসেছে। বুনো আক্রোশ আর সীমাহীন সতর্কতা নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম কখন শুরু করবে ওরা।

জুয়ারেজের শীর্ণ মুখটা ফ্যাকাসে দেখাল, মুহূর্তের জন্যে অবশ্য, তারপরই দৃঢ় হয়ে গেল সুরু চোয়াল দুটো। পরস্পরের সাথে চেপে বসল ওর ঠোঁট। অন্তর্ভ ছায়া দেখা গেল চাহনিত্তে, কোণঠাসা চিতার মত আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে ঝিলিক মারছে। হোলস্টার ছুইছুই করছে ওর হাত দুটো, যে কোন সময় ছোবল হানবে।

ঠিক ওই সময়ে রাস্তায় দেখা গেল বেটি লুকাসকে।

না, দুর্ঘটনাবশত এখানে উপস্থিত হয়নি ও। সময় বুকেই এসেছে, হয়তো ভেবেছে লাড়াইটা থামাতে পারবে। চ্যাট বেলেস, রেড কোরাম বা অন্যদের সম্পর্কে জানা নেই ওর, জানে না কোন মহিলাকে গুলি করতেও এতটুকু কাঁপবে না ওদের হাত। বেশিরভাগ মেক্সিকান যা করবে না, তাই করবে জেরিটো জুয়ারেজ। নিজের মা-কেও গুলি করতে পারবে ও, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

দৃঢ় স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে বেটি, হাতের আঙুলে একটা সানবনেট ঘুরাচ্ছে। নিরস্ত করতে কে যেন ডাকল ওকে, কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় থিত্তি করল। ধামল না বেটি, ফিরেও তাকাল না, আগের মতই এগিয়ে আসছে আমার দিকে। 'চলো, রাই,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'আমার সাথে এসো। নয়তো তোমাকে খুন করবে ওরা।'

খোদা জানে, ওর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে আমার, কিন্তু জানি তা করলে জীবনের শেষ ভুল করা হবে। 'রাস্তা থেকে সরে যাও, বেটি!' চাপা স্বরে বললাম ওকে।

'আমার সাথে থাকলে তোমাকে গুলি করবে না ওরা। চলে এসো, রাই, এখনি!' চাপা উদ্বেগ ওর চোখে, টের পেলাম এখানে আসতে

কতটা সাহস করতে হয়েছে ওকে। বোধহয় অজান্তে আমার দৃষ্টি সরে গিয়েছিল ওর দিকে, চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম ঝলসে উঠছে জেরিটোর হাত জোড়া।

আমি? জীবনে বোধহয় এরচেয়ে দ্রুত দৌড়াইনি কখনও। পলকের মধ্যে বেটির কাছে পৌঁছে গেলাম, ধাক্কা দিয়ে লাইন অব ফায়ার থেকে সরিয়ে দিলাম ওকে। মুখ ধুবড়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল ও। যে মুহূর্তে মাটি স্পর্শ করেছে বেটি, ওই মুহূর্তে ডান হাতের পিস্তল থেকে গুলি শুরু করলাম।

একইসঙ্গে গুলি করেছি আমি আর জেরিটো। বেটিকে সরাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে আমার। জামার আঙ্গিনে টান অনুভব করলাম হঠাৎ, পা বাড়িয়ে বেটিকে টপকে গেলাম। দুটো পিস্তল থেকে সমানে গুলি করছি। ডান দিক থেকে গুলি করছে অন্য কেউ, শব্দ শুনে টের পেলাম। ছোট্ট একটা ফুটো তৈরি হয়েছে জেরিটোর বুকে, ওর মুখ ভুবড়ে দিল রাশান কোস্টের পরের গুলি। ধুলোমাখা রাস্তার ওপর মুখ ধুবড়ে পড়ল সে।

বাম হাতের পিস্তল থেকে গুলি করেছিলাম বেলেসকে। গুলিটা ওর ডান কনুই ছেঁদা করে দিয়েছে। তখনও জানতাম না লোকটির মধ্যে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে গুলিটা। আর কখনও ফাস্ট ড্র করতে পারবে না ও!

হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল জেরিটো। এলোমেলো করে পা ফেলল, পায়ে জোর পাচ্ছে না। সারা শরীর কাঁপছে ওর। মুখ আর কাঁখে রক্তের নদী বইছে কিন্তু তারপরও বেঁচে আছে এবং জিঘাংসা মেটেনি ওর। দশ হাত দূরে এসে দাঁড়াল ও। পরস্পরের উদ্দেশ্যে পয়েন্ট-ব্লাঙ্ক-রেঞ্জে গুলি শুরু করলাম আমরা। আমি হয়তো কিছুটা আগেই গুলি করেছিলাম, বুলেটটা ওর শিরদাঁড়া স্পর্শ করল।

একটা বুলেট যখন কারও হাড় স্পর্শ করে, দেখার মত অবস্থা হয় লোকটার। রাস্তার ওপর প্রায় ছিটকে পড়ল জেরিটো। গড়িয়ে সোজা হলো সে, আমার দিকে তাকাল। 'খুব ফাস্ট তুমি! তুমি... ডায়াবলো!' মুখ কঁচকে

উঠল ওর, এবং ঠিক ওখানেই মারা গেল জেরিটো জুয়ারেজ।

চারপাশে তাকিয়ে সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ট্যাপ হেনরিকে, হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া উঠছে। রেড কোরাম আর অন্য লোকটার 'গতি' করেছে ও ঠিকমতই।

এটা একটা ব্রিটিশ শহর, এবং তাই থাকুক, চেয়েছি আমরা। কিন্তু খুনোখুনির ব্যাপারটা সবসময় এড়ানো যায় না। রৌদ্রদগ্ধ ওই স্পুরে ড্যান্টনার রাস্তায় আমি আর ট্যাপ দেখিয়েছি, লোকজনকে বিশ্বাস করিয়েছি আমাদের সাথে ঝামেলা করতে এলে কি হতে পারে, কিন্তু এমনিতে পুরোপুরি নিরীহ মানুষ আমরা।

কোর্ট হাউসের দিক থেকে এগিয়ে এল জিম লুকাস, হাসি তার মুখে। সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

আমার পাশপাশি এগোচ্ছে বেটি। ধুলো লেগে আছে ওর মুখে, কিন্তু এখন আর ফ্যাকাসে বা শঙ্কিত দেখাচ্ছে না। বরং সন্তুষ্ট এবং সুখী দেখাচ্ছে ওকে, একহাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল ট্যাপ, সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। এর আগে পাশাপাশি রাইড করেছি আমরা, থেকেছি একসঙ্গে, কিন্তু ওই দিন থেকে পার্টনারের বদলে পরস্পরের বন্ধু হলাম আমরা।

'তুমি আর আমি, কিড,' সহাস্যে বলল ও। 'ইচ্ছে করলে পুরো পৃথিবীটাই শাসন করতে পারি! কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে কোন জায়গায়! মনে হয় আমাদের ঝামেলা শেষ হয়ে গেছে এখন।'

'খারাপ লাগছে না তো তোমার?' শ্মিত হেসে জানতে চাইলাম, বেটির কোমরে আমার একটা হাত।

'একটুও না!' দাঁত বের করে হাসল সে। 'বরাবরই তোমাকে পছন্দ করত ও। আর আমার কথা কলব? তুমি ছাড়া এমন কোন লোককে চিনি যার সাথে নিশ্চিন্তে রাইড করতে পারব?' □

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook

[:www.facebook.com/mahmudul.h.shamim](http://www.facebook.com/mahmudul.h.shamim)

Groups

[:www.facebook.com/groups/boiliverspolapan](http://www.facebook.com/groups/boiliverspolapan)

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan